تجويد القران الميسر

সহজ তাজবীদুল কুরআন

মোঃ শারফুদ্দীন শরীফ
বিএ (অনার্স), এমএ, এমফিল
আল হাদীস এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ
ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়

কামরুল ইসলাম
বিএ (অনার্স), এমএ (ALT)
আরবী বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

আল মামুন
বিএ (অনার্স), এমএ
আল হাদীস এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ
ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়

সম্পাদনা

ড. যুবাইর মুহাম্মদ এহসানুল হক
অধ্যাপক, আরবী বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Tanzeel Publications

ভূমিকা

সকল প্রশংসা সেই মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার যিনি আমাদের পৃথিবীতে সাময়িক অবস্থানের জন্য একটি গাইডলাইন "আল-কুরআন" দিয়েছেন। দুরূদ ও সালাম প্রিয় রাসূল হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর উপর যাঁর ওপর আল-কুরআন নাযিল হয়েছে। তাঁর পরিবারের সকল সদস্যবৃন্দ এবং সকল সাহাবীগণের ওপরও শান্তি বর্ষিত হোক।

মহান আল্লাহ তাআলার বাণী আল-কুরআনের মর্মবাণী বুঝে আমাদের জীবনে বাস্তবায়ন করতে হলে প্রথমেই এটি সহীহ শুদ্ধভাবে পড়া শিখতে হবে। আমরা যেন কুরআন বিশুদ্ধভাবে পড়া শিখতে পারি, সে লক্ষ্যে আমরা 'সহজ তাজবীদুল কুরআন' বইটি প্রকাশ করেছি।

এ বইটিতে তাজবীদের নিয়মগুলো অত্যন্ত সুন্দর ও সহজভাবে উপস্থাপন করার চেষ্টা করা হয়েছে। প্রতি পাঠে যে নিয়মটি আমরা শিখব তা লাল কালিতে দেখানো হয়েছে। এতে একজন কুরআন পাঠক সহজেই বুঝতে পারবেন এই পাঠে আমরা কোন নিয়মটি শিখছি।

মাখরাজ পাঠে হরফ উচ্চারণ করতে মুখের যেসব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ব্যবহৃত হয় তা ছবির মাধ্যমে দেখানো হয়েছে। এছাড়া আমরা এমন অনেক নিয়মকানুন এই বইয়ে সংযোজন করেছি যা পাঠকদের খুঁজে পেতে অনেক কষ্ট করতে হয়।

সর্বোপরি এই বইটি রচনা, সম্পাদনা, প্রুফ রিডিং এবং ছাপার কাজে যারা সহযোগিতা করেছেন তাদের সকলের জন্য মহান আল্লাহর কাছে উত্তম বিনিময় কামনা করছি।

আপনারা এই বই সম্পর্কে আপনাদের সুচিন্তিত মতামত জানালে আমরা কৃতজ্ঞ থাকব।

বিনীত
লেখকবৃন্দ

সূচিপত্র

পাঠ	বিষয়	পৃষ্ঠা
১	হরফ ও হারাকাত	১১
২	মাখরাজ	১৩
৩	আরবি হরফের বিভিন্ন রূপ	২১
৪	যবর (ফাতহাহ) যুক্ত হরফ	২৮
৫	যের (কাসরাহ) যুক্ত হরফ	৩০
৬	পেশ (দম্মাহ) যুক্ত হরফ	৩২
৭	আসলী মাদ্দ : আলিফ মাদ্দ	৩৭
৮	আসলী মাদ্দ : ইয়া মাদ্দ	৩৯
৯	আসলী মাদ্দ : ওয়াও মাদ্দ	৪১
১০	খাড়া যবর (আলিফ সগীরা) যুক্ত হরফ	৪৬
১১	খাড়া যের (ইয়া সগীরা) যুক্ত হরফ	৪৯
১২	উল্টা পেশ (ওয়াও সগীরা) যুক্ত হরফ	৫০
১৩	সুকূন যুক্ত হরফ	৫১
১৪	ওয়াও লীন	৫৪
১৫	ইয়া লীন	৫৬
১৬	হামযা সাকিন	৫৮
১৭	কলকলা	৬০
১৮	হামস	৬১

পাঠ	বিষয়	পৃষ্ঠা
১৯	তানবীন : দুই যবর (ফাতহাতান)	৬৪
২০	তানবীন : দুই যের (কাসরাতান)	৬৬
২১	তানবীন : দুই পেশ (দম্মাতান)	৬৮
২২	তাশদীদ (শাদ্দাহ)	৭৩
২৩	তানবীনের সাথে তাশদীদ	৭৫
২৪	ওয়াজিব গুন্নাহ	৭৭
২৫	মাদ্দ বা টেনে পড়া	৮১
২৬	মুকাত্তা'আত হরফ	৮৪
২৭	আল্লাহ শব্দের 'লাম'-এর উচ্চারণ	৮৫
২৮	শামসী হরফ	৮৬
২৯	কমারী হরফ	৮৭
৩০	নূন সাকিন ও তানবীন	৮৮
৩১	মীম সাকিন	৯৪
৩২	'র' হরফ পড়ার নিয়ম	৯৬
৩৩	হামযাতুল ওয়াসল	৯৯
৩৪	নূনে কুতনী	১০২
৩৫	তিলাওয়াতে থামার নিয়ম	১০৫
৩৬	বিরতি চিহ্ন	১১৩
৩৭	লাহন বা অশুদ্ধ পড়া	১১৫
৩৮	বিবিধ	১১৭
৩৯	সিজদার আয়াত	১১৯
৪০	তিলাওয়াতে তাজবীদের নিয়ম অনুশীলন	১২২

১
পাঠ

হরফ ও হারাকাত

(اَلْـحُـرُوْفُ وَالْـحَـرَكَاتُ)

আরবি ভাষায় বর্ণমালা বা হরফ মোট ২৯টি।

ج	ث	ت	ب	ا
ر	ذ	د	خ	ح
ض	ص	ش	س	ز
ف	غ	ع	ظ	ط
ن	م	ل	ك	ق
ے	ي	ء	ه	و

হুরুফুল ইসতি'লা (حُرُوْفُ الْإِسْتِعْلَاءِ) দুর্বল হরফ (اَلْحُرُوْفُ الْعِلَّةُ)

ছবির মাধ্যমে মাখরাজের পরিচয়

আরবি হরফ উচ্চারণের স্থান পাঁচটি। এ পাঁচটি স্থানকে সাধারণ মাখরাজ বলে। ১. দুই ঠোঁট (الشَّفَتَانِ), ২. জিহ্বা (اللِّسَان), ৩. গলা (الحَلْق), ৪. নাসারন্ধ্র (الخَيْشُوْم), ৫. মুখের খালি জায়গা (جَوْفُ الْفَمِ)

দুই ঠোঁট একসাথে স্পর্শ করে (ب) হরফটি উচ্চারিত হয়।

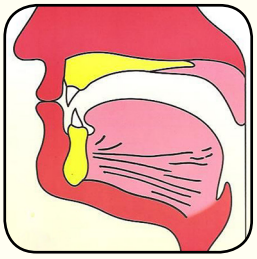

ب

দুই ঠোঁট একসাথে স্পর্শ করে এবং নাকের বাঁশি থেকে একটু গুন্নাহ করে (م) হরফটি উচ্চারিত হয়।

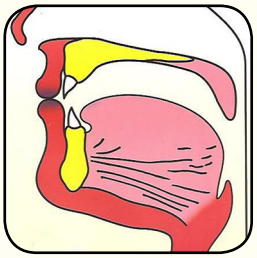

م

দুই ঠোঁট গোল করে (و) হরফটি উচ্চারিত হয়।

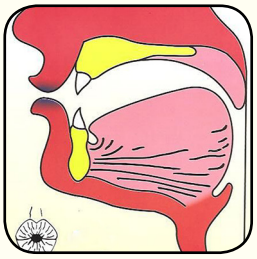

و

নিচের ঠোঁটের পেট এবং সামনের উপরের দুই দাঁতের আগার সাথে স্পর্শ করে (ف) হরফটি উচ্চারিত হয়।

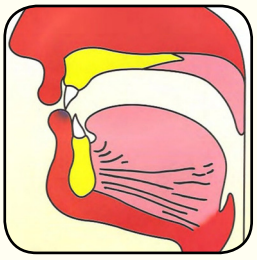

ف

জিহ্বার আগা, সামনের উপরের দুই দাঁতের আগার সাথে স্পর্শ করে (ث) ও (ذ) হরফ দুটো উচ্চারিত হয়।

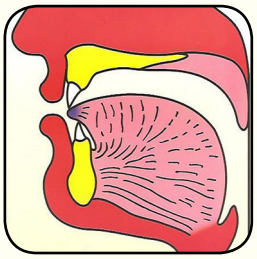

ث ذ

জিহ্বার আগা, সামনের উপরের দুই দাঁতের আগার সাথে স্পর্শ করে (ظ) হরফটি উচ্চারিত হয়।

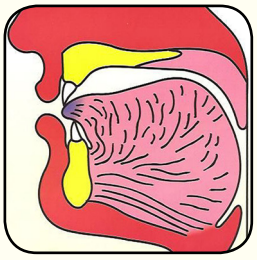

ظ

জিহ্বার আগা, সামনের উপরের দুই দাঁতের গোড়ার সাথে স্পর্শ করে (ت) ও (د) হরফ দু'টি উচ্চারিত হয়।

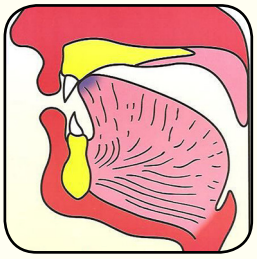

ت د

জিহ্বার আগা, সামনের উপরের দুই দাঁতের গোড়ার সাথে স্পর্শ করে (ط) হরফটি উচ্চারিত হয়।

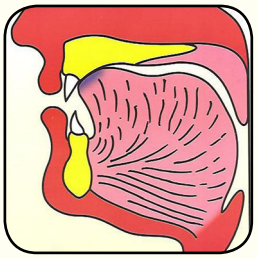

ط

'ط' এবং 'د' ও 'ت' এর উচ্চারণের স্থান একটু ভিন্ন। ছবিতে ভালোভাবে লক্ষ করলে বোঝা যাবে।

আসলী মাদ্দ: আলিফ মাদ্দ

(اَلْاَلِفُ الْمَدِّيَّةُ)

৭ পাঠ

মাদ্দ-এর পরিচয়: মাদ্দ (اَلْمَدُّ) শব্দের অর্থ বৃদ্ধি করা বা দীর্ঘ করা। তাই হরফের ধ্বনিকে দীর্ঘ করে বা টেনে পড়াকে 'মাদ্দ' বলে।

মাদ্দ দুই প্রকার। (১) আসলী মাদ্দ (اَلْمَدُّ الْاَصْلِيُّ) এবং (২) ফারঈ মাদ্দ (اَلْمَدُّ الْفَرْعِيُّ)। আমরা এই পাঠে আসলি মাদ্দ সম্পর্কে জানব।

আসলী মাদ্দ তিনটি। যথা: (ক) যবর [ফাতহাহ] যুক্ত হরফের পরে হরকতবিহীন আলিফ, (খ) যের [কাসরাহ] যুক্ত হরফের পরে সুকূনযুক্ত ইয়া এবং (গ) পেশ [দম্মাহ] যুক্ত হরফের পরে সুকূনযুক্ত ওয়াও।

আসলি মাদ্দ এক আলিফ পরিমাণ দীর্ঘ করে পড়তে হয়। আমরা এ পাঠে আলিফ মাদ্দ অনুশীলন করব।

جَا	ثَا	تَا	بَا	ءَا
رَا *	ذَا	دَا	خَا *	حَا
ضَا *	صَا *	شَا	سَا	زَا
فَا	غَا *	عَا	ظَا *	طَا *
نَا	مَا	لَا	كَا	قَا *
	يَا	ءَا	هَا	وَا

ওয়াও লীন যুক্ত শব্দ অনুশীলন

কুরআনে অধিক ব্যবহৃত ওয়াও লীন যুক্ত শব্দসমূহ বেশি বেশি অনুশীলন করুন। অধিক মনোযোগের জন্য শব্দের অর্থ লক্ষ করুন।

اَوْ অথবা	لَوْ যদি	اَوَلَوْ অথবা যদি	فَلَوْ অতএব যদি
وَيَوْمَ এবং সেই দিন	خَوْفَ ভয়	فَوْقَ উপরে	فِرْعَوْنَ ফেরাউন
وَلَسَوْفَ এবং অবশ্যই	قَوْمِهٖ তার সম্প্রদায়	لَقَوْلُ অবশ্যই কথা	اَلْمَوْتُ মৃত্যু
خَلَوْا গত হয়েছে	يَرَوْا তারা দেখছে	وَعَصَوْا এবং তারা অমান্য করল	فَالْيَوْمَ অতএব সেই দিন
تَوَاصَوْا একে অপরকে উপদেশ দিয়েছিল	اَوْحٰى আমি অবতীর্ণ করেছি	طَغَوْا তারা সীমালঙ্ঘন করেছিল	فَوْزُ সফলতা
رَاَوْهُمْ তারা তাদেরকে দেখেছিল	يَصْلَوْنَهَا তারা তাতে প্রবেশ করবে	يَسْتَوْفُوْنَ তারা পরিপূর্ণভাবে নিবে	مَوْعِظَةٌ উপদেশ

মাদ্দ বা টেনে পড়া

২৫ পাঠ

(اَلْمَدُّ)

মাদ্দ অর্থ তিলাওয়াতে ধ্বনি দীর্ঘ করে পড়া। মাদ্দ প্রধানত দুই প্রকার। ১. আসলী মাদ্দ (اَلْمَدُّ الْاَصْلِيُّ) এবং ২. ফারঈ মাদ্দ (اَلْمَدُّ الْفَرْعِيُّ)

আসলী মাদ্দ-এর পরিচয়:

যে মাদ্দ কোনো কিছুর ওপর নির্ভরশীল নয় তাকে আসলী মাদ্দ বলে। এর আরেক নাম মাদ্দে তবায়ী। আসলী মাদ্দ মোট তিনটি। যথা: (১) আলিফ মাদ্দ, (২) ওয়াও মাদ্দ, (৩) ইয়া মাদ্দ। খাড়া যবর, খাড়া যের এবং উল্টা পেশও আসলী মাদ্দ-এর অন্তর্ভুক্ত। আসলী মাদ্দ-এর অনুশীলন পূর্বে চলে গেছে।

ফারঈ মাদ্দ-এর পরিচয়:

আসলী মাদ্দ-এর পরে 'হামযা', 'সাকিন' অথবা 'তাশদীদ' আসলে তাকে ফারঈ মাদ্দ বলে। ফারঈ মাদ্দ তিন প্রকার। যথা: (১) মুত্তাসিল, (২) মুনফাসিল এবং (৩) লাযিম।

মুত্তাসিল মাদ্দ (اَلْمَدُّ الْمُتَّصِلُ):

আসলী মাদ্দ-এর পরে একই শব্দে গোল হামযা (ء) আসলে মাদ্দে মুত্তাসিল হয়। এই মাদ্দ দুই আলিফ থেকে চার আলিফ পর্যন্ত দীর্ঘ করে পড়া যায়।

مَآءً	جَآءَ	شَآءَ	اَلْآءِ
পানি	সে এসেছিল	সে চায়	অনুগ্রহ
سَوَآءٌ	يَشَآءُ	سُوٓءٌ	اُولٰٓئِكَ
সমান	সে ইচ্ছা করে	খারাপ	ঐ সকল
اَرَآئِكِ	اَلسَّمَآءُ	اِبْتِغَآءُ	اَوْلِيَآءَ
সুসজ্জিত আসনসমূহ	আকাশ	কামনা করা	বন্ধুগণ

বিবিধ ৩৮ পাঠ

আমরা এই পাঠে আল কুরআনের কিছু বিবিধ নিয়ম নিয়ে আলোচনা করবো। এগুলো কুরআনের কিছু কিছু স্থানে ব্যবহৃত হয়েছে। তিলাওয়াতের সৌন্দর্য রক্ষায় এ নিয়মগুলো গুরুত্বপূর্ণ।

ص এবং س হরফের ব্যতিক্রম ব্যবহার:

আল কুরআনের ৪টি স্থানে এমন ৪টি শব্দ আছে যার ص বর্ণের উপরে ছোট করে একটি س লেখা আছে। এসব স্থানে ص বা س এর যে কোনো একটি পড়া যায়।

(১) সূরা বাকারা, আয়াত ২৪৫:

وَاللّٰهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُّطُ وَاِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ

(২) সূরা আ'রাফ, আয়াত ৬৯:

وَزَادَكُمْ فِى الْخَلْقِ بَصّْطَةً

(৩) সূরা তূর, আয়াত ৩৭:

اَمْ عِنْدَهُمْ خَزَاۤئِنُ رَبِّكَ اَمْ هُمُ الْمُصَّيْطِرُوْنَ

(৩) সূরা গাশিয়াহ, আয়াত ২২:

لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَّيْطِرٍ

ইমালা

আল কুরআনে যের (কারসাহ)-কে বাংলা 'ই' কারের মতো পড়তে হয়। কিন্তু একটি স্থানে 'এ' কারের মতো পড়তে হয়। এটি ব্যতিক্রম। যেমন:

وَقَالَ ارْكَبُوْا فِيْهَا بِسْمِ اللّٰهِ مَجْرٖىهَا وَمُرْسٰهَا اِنَّ رَبِّىْ لَغَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ

(সূরা হুদ : আয়াত ৪১)

তিলাওয়াতে তাজবীদের নিয়ম অনুশীলন

৪০
পাঠ

তাজবীদের নিয়মগুলো শেখার পর আমরা এখন সেগুলো ব্যবহার করে কুরআন পড়তে চেষ্টা করব। আমরা এ অধ্যায়ে কয়েকটি ছোট ছোট সূরা এবং সূরার অংশ বিশেষ সংকলন করেছি।

سُوْرَةُ الْفَاتِحَةِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ﴿١﴾

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿٢﴾ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ﴿٣﴾ مٰلِكِ

يَوْمِ الدِّيْنِ ﴿٤﴾ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ﴿٥﴾ اِهْدِنَا

الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ﴿٦﴾ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ

غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ ﴿٧﴾

سُوْرَةُ الْعَصْرِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

وَالْعَصْرِ ﴿١﴾ اِنَّ الْاِنْسَانَ لَفِيْ خُسْرٍ ﴿٢﴾ اِلَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا

وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ﴿٣﴾

سُوْرَةُ الْهُمَزَةِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝

وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةِۨ ۝١ الَّذِىْ جَمَعَ مَالًا وَّعَدَّدَهٗ ۝٢

يَحْسَبُ اَنَّ مَالَهٗٓ اَخْلَدَهٗ ۝٣ كَلَّا لَيُنْۢبَذَنَّ فِى الْحُطَمَةِ

۝٤ وَمَآ اَدْرٰىكَ مَا الْحُطَمَةُ ۝٥ نَارُ اللّٰهِ الْمُوْقَدَةُ ۝٦

الَّتِىْ تَطَّلِعُ عَلَى الْاَفْـِٕدَةِ ۝٧ اِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُّؤْصَدَةٌ ۝٨

فِىْ عَمَدٍ مُّمَدَّدَةٍ ۝٩

سُوْرَةُ الْفِيْلِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝

اَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِاَصْحٰبِ الْفِيْلِ ۝١ اَلَمْ يَجْعَلْ

كَيْدَهُمْ فِىْ تَضْلِيْلٍ ۝٢ وَّاَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا اَبَابِيْلَ ۝٣ تَرْمِيْهِمْ

بِحِجَارَةٍ مِّنْ سِجِّيْلٍ ۝٤ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّاْكُوْلٍ ۝٥